

97011 - দামী আতর কনো ক'অপচয় হসিবে গণ্য হবো?

প্রশ্ন

দামী আতর কনো ক'অপচয় হসিবে গণ্য হবো?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সুগন্ধিও আতর দুনিয়ার ভোগ্যসামগ্রী ও শোভা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, দুনিয়ার ভোগ্য জনিসিরে মধ্যে আতর তাঁর কাছে প্রিয়। আনাস বনি মালকে (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে প্রিয় হচ্ছে: নারী, সুগন্ধি। আর আমার চক্ষুর শীতলতা হচ্ছে নামাযে।” [সুনানে নাসাঈ (৩৯৩৯), আলবানী ‘সহিহুন নাসাঈ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

নঃসন্দেহে বাস্তবতা হচ্ছে: সস্তা দামের সুগন্ধি চয়ে উচ্চমূল্যের সুগন্ধি ঘ্রাণ ভালো এবং থাকে দীর্ঘক্ষণ। এ কারণে দামী সুগন্ধি কনো অপচয় হসিবে গণ্য হবো না। তবে নমিনোকত অবস্থায় সুগন্ধি কনো থেকে বাধা দয়ো হবো:

ক. ঐ সুগন্ধি কনোর মত অর্থ তার কাছে না থাকা। সটেকিনোর জন্য ঋণ করা কথিবা কনোর মত অর্থেরে মালকি হলোও ঐ অর্থ দিয়ে সুগন্ধি কনিলে যদি যাদরে খরচ বহন করা তার উপর আবশ্যক তাদরে ক্ষতি হয়।

খ. ঐ সুগন্ধি মাধ্যমে যদি গর্ব, অহংকার ও বড়াই এর ইচ্ছা করে।

গ. অপ্ৰয়োজনে বেশি পরিমাণে কনো।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহি আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

এ দনিগুলোতে অনেকে ভোজানুষ্ঠান ও বয়িসোদীর অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিছু কিছু মানুষ সুগন্ধিকাঠ খরদিে ব্যাপক খরচ করে। এমন ক'এর মূল্য কল্পনার অতীত অংকে গিয়ে পড়েছে। যদি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসে করা হয় তখন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

উক্ত দিয়াে দললি দিয়ে য়ে, “যদি কোন ব্যক্তি সুগন্ধি ক্রয় করতে গিয়ে তার সকল অর্থ ব্যয় করে ফলে সে অপচয়কারী হবে না”। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দনি।

তনি জবাবে বলেন:

আমাদের কথা হলো: সুগন্ধি প্রিয় এতে কোন সন্দেহ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে প্রিয় হচ্ছে: নারী, সুগন্ধি। আর আমার চক্ষুর শীতলতা হচ্ছে নামাযে।” [সুনানে নাসাঈ (৩৯৩৯), আলবানী ‘সহিহুন নাসাঈ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহি বলছেন] প্রকৃত কথা হচ্ছে: যদি সুগন্ধি মূল্য মাত্রাতরিকিত না হয় তাহলে এটি খরিদি করাতে অপচয় নেই। অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ যদি এই স্থানে ধাপে ধাপে লোকেরো হাযরি হয়; আর যখনই কোন নতুন দল আসে তখনই তাদের জন্য সুগন্ধি পশে করা হয় তাহলে এতে অপচয় নেই। যদিও এটি প্রথম দলের জন্য পুনরাবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে এটি অপচয় নয়। কেননা শেষের সুগন্ধি শেষে আসা দলটির জন্য। আমরা বলব: এতে কোন অপচয় নেই। আর যদি অনেকে বেশি সুগন্ধি নিয়ে আসে এবং মজলসিরে সময় দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও মজলসি চলাকালীন গোটা সময়টায় সুগন্ধি জ্বালিয়ে রাখে; অথচ এর প্রয়োজন নেই; তাহলে এটি অপচয় হবে।

[আল-লক্বা আশ-শাহরি (৩৭/প্রশ্ন নং ১৬)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসে করা হয়: জনকৈ আলমে বলেন: অপচয়ের বিষয়টি আপেক্ষিক। তনি বলেন: সুগন্ধি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টি আপেক্ষিক। তাই কোন ব্যক্তি যত বেশি সুগন্ধি ক্রয় করুক না কেনে এতে অপচয় নেই। এবং তনি উল্লেখ করেন য়ে, এই মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা রয়েছে।

জবাবে তনি বলেন:

ইবাদত শ্রণীয় বিষয়ে অপচয় কোন আপেক্ষিক বিষয় নয়। কেননা তা শরিয়তের পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ু করছেন; একবার করে, দুইবার করে, তনিবার করে। তনি বলেন: “যে ব্যক্তি এর চয়ে বাড়াবে সে সীমালঙ্ঘন করল ও অন্যায় করল।”

পক্ষান্তরে, অভ্যাস শ্রণীয় বিষয়ে অপচয় একটি আপেক্ষিক বিষয়। কোন একটি বিষয় বিশেষ কোন শ্রণীর মানুষের জন্য অপচয়; আবার অপর শ্রণীর মানুষের জন্য অপচয় নয়। কোন বিশেষ দেশের মানুষের জন্য অপচয়; আবার অন্য কোন দেশের মানুষের জন্য অপচয় নয়। এটি আপেক্ষিক বিষয়। এটি জানার নীতি হলো: “অপচয় মানে সীমা অতিক্রম”।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আর সুগন্ধরি ব্যাপারে কথা হলো: “নঃসন্দেহে কোন মানুষ যদি বিত্তবান হয় এবং তিনি যদি ভালমানরে দামী সুগন্ধি খরিদি করেন তাহলে সটে অপচয় হিসেবে গণ্য হবে না। বিশেষতঃ ভালমানরে সুগন্ধরি ঘ্রাণ দীর্ঘক্ষণ থাকে এবং ঘ্রাণ ভালো হয়। আর যদি মধ্যবিত্ত শ্রণী ও গরীব শ্রণীর মানুষ হয়: তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য এ ধরণের সুগন্ধিক্রয় করা অপচয় হিসেবে গণ্য হবে।

[লিকিআতুল বাব আল-মাফতুহ (৮/প্রশ্ন নং ২৪)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।